দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জেএসসি পরীক্ষা ও অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরকার সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষার প্রবর্তন করিয়াছে, যাহা একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। অনুরূপভাবে এই বৎসর হইতে দেশব্যাপী ৮ম শ্রেণী পর্যায়ে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। সর্বমহল ইহাকেও সাধুবাদ জানাইয়াছে এবং গঠনমূলক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করিতেছে। কিন্তু আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য এই পরীক্ষা লইয়া ইতিমধ্যে একটি গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠিতে শুরু করিয়াছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। কেননা শিক্ষাবোর্ড সরাসরি অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিতে পারে না। এই সুযোগে অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এক ধরনের অনৈতিক বাণিজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রতি শিক্ষার্থীকে যেখানে ফরম ফিলআপ বাবদ ১৫০ টাকা দেওয়া আবশ্যক, সেখানে অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিপরীতে এক হাজার হইতে ১৫ শত টাকা আদায় করা হইতেছে। নূতন করিয়া ভর্তি, সেশন ও রেজিস্ট্রেশনসহ নানা ফি'র অজুহাত সৃষ্টি করা হইতেছে দেদারসে। এই পরিস্থিতি ঐসব শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে অননুমোদিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের পুনরায় নির্ধারিত পোশাক তৈরি ও সাময়িক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। এইভাবে এক ধরনের জিম্মি করার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া অনেকে আশংকা করিতেছেন। এইসব কর্মকান্ড শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অগোচরে হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপারে এখনই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশে কতগুলি অননুমোদিত স্কুল রহিয়াছে তাহার সঠিক পরিসংখ্যান বোর্ডের কাছেও নাই যাহা দুঃখজনক। ফলে সঠিক নীতিমালা প্রণয়নের অভাবেই এরূপ বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে। জানা যায়, এই ধরনের স্কুলের তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হইয়াছে এবং ইহা ২৫ মে তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা। তবে বেসরকারি সূত্র মতে, দেশে আনুমানিক ১২ হাজারেরও বেশি অননুমোদিত কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ক্যাডেট স্কুল, মাদ্রাসা ও জুনিয়র স্কুল রহিয়াছে। বেসরকারি এইসব স্কুলের অধিকাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শিক্ষার চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করিতেছে। কিন্তু সরকারের স্কুল নিবন্ধন কার্যক্রমে গতিহীনতার কারণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যথাসময়ে অনুমোদন লাভ করে নাই। উল্লেখ্য, স্কুলের এমপিওভুক্তকরণের আগেও স্কুল অনুমোদন বা রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হয়। যেসব স্কুল-মাদ্রাসার সমস্যার কথা বলা হইতেছে, তাহাদের প্রাথমিক শর্তই পূরণ হয় নাই।

উপরোক্ত সমস্যা সম্পূর্ণ নূতন। মূলত কেন্দ্রীয়ভাবে নিম্ন মাধ্যমিক জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়ায় উদ্ভূত সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরীক্ষার পক্ষে ব্যাপক জনমত রহিয়াছে। তাই কোন স্কুলের শিক্ষার্থী যাহাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ হইতে বঞ্চিত না হয় তাহা সুনিশ্চিত করিতে হইবে সর্বাগ্রে। এইজন্য অননুমোদিত স্কুলগুলির ফরম পূরণ বাবদ ফি সামান্য বাড়ানো যাইতে পারে, কিন্তু গলাকাটা ফি বা বড় ধরনের অর্থনৈতিক বোঝা চাপানো ন্যায়সঙ্গত হইবে না। ইহাতে আকস্মিকভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ড্রপ-আউটের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে। এইসব স্কুলে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল পরিবারের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা সর্বাধিক হইলেও তাহার নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে বাধ্য।

এই বৎসর নভেম্বর মাসে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হইবে সবচাইতে বড় পাবলিক পরীক্ষা। জেএসসি পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হইবে একই সময়ে। দুই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৬ লক্ষ। পৃথিবীর ইতিহাসেও ইহা হইবে সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা। বিষয়টি যে কোন দিক দিয়াই উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু পরীক্ষার নামে যাহাতে অযথা শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি না পায়, সেই ব্যাপারে সরকারসহ সকল মহলকেই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এসএসসি পরীক্ষার আদলে উক্ত দুই সমাপনী পরীক্ষা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষামানের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অতীতে প্রাথমিক হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থ বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করিবার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এখন ইহার আর অবকাশ থাকিবে না। পরিশেষে অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান সমস্যাকে আমলে নিয়া আমরা দ্রুত পরীক্ষা বাণিজ্য বন্ধ করিবার আহ্বান জানাই।